উপন্যাসের রূপকল্প

অভিজিৎ মাইতি
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
জাঙ্গীপাড়া, হুগলী

উপন্যাস

অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে উপন্যাসকে বলা হয় Roman যার উৎপত্তি হয়েছে মধ্যযুগের কল্পকাহিনী Romance থেকে। সাধারণভাবে উপন্যাসকে ইংরাজীতে যে Novel বলা হয় তার উৎপত্তি ইতালীয় শব্দ Novella থেকে।

চতুর্দশ শতকে ইতালিতে বোকাচিওর লেখা ‘ডেকামিরান’-কে বলা হত Novella এবং অনেকেই মনে করেন এর মধ্যে উপন্যাসের বীজ ছিল।

অষ্টাদশ শকের শেষে মহাকবি গ্যেটে সৃজনশীল গদ্যকাহিনীকে জার্মান সাহিত্যে বলে Novel চিহ্নিত করেন।

আধুনিক উপন্যাসের উৎস হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনে উদ্ভুত 'পিকারেক্স নোভেল' উল্লেখযোগ্য ফরাসী ভাষায় 'জীল ব্রাদার্স', বাংলা ভাষায় শশধর দাসের 'দস্যুমোহন' অথবা শার ভানতিসের 'ডন 'কুইকজোট' 'পিকারেকস নোভেলে'র প্রতিনিধিস্থানীয়।

মনে রাখা দরকার এই সৃজনশীল আখ্যানগুলির ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী থেকে Fiction শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছে। নর্থ ফ্রাই তাই মনে করেন Fiction মধ্যে আধুনিক উপন্যাসও পড়তে পারে।

powerpoint-backgrounds.com

১৭১৯ সালে নাবিক Alexender Selkrick এর সত্যকাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত ডেনিয়েল ডেফোর ‘রবিনসন ক্রুসো’ এবং ১৭২৬ সালে রচিত Jonathon Swift-এর ‘Gulliver’s Travels’ প্রভৃতিতে উপন্যাসের লক্ষণ কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল।

স্যামুয়েল রিচার্ডসনের ১৭৪০ খ্রীঃ-এ প্রকাশিত ‘প্যামেলা’ প্রথম ইংরাজী উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশের পরে এটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু হয়। কিন্তু এর মধ্যেও Fielding নিজের প্রতিভাবে চিনতে পেরেছিলেন যা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইংরাজী উপন্যাস ‘Tom Jone’s’ লেখা হয়। বাংলায় এজাতীয় গদ্য লেখার সূত্রপাত ১৮২৩-এ ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববাবুবিলাসে’র মাধ্যমে। তবে উপন্যাসের দ্বারোদ্ঘাটন ঠিক ঠীক করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ‘দুর্গেশনন্দিনী, ‘কপালকুণ্ডলা’ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে।

©1001ChristianClipart.com

উপন্যাসের উপকরণ বা অঙ্গ

অ্যারিস্টটল 'Poetics'-এ নাটকের উপকরণ নিয়ে বলেছেন যার সঙ্গে উপন্যাসের উপকরণের মিল আছে।

কিন্তু

নাটক দর্শনযোগ্য, উপন্যাস পাঠযোগ্য

'Aspect of the Novel' গ্রন্থে E.M Foster বলেছেন Story Telling aspect হল উপন্যাসের Fundamental aspect

প্লট

উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানভাগ উপন্যাসের মুখ্য পরিকল্পনা বা ভিত্তিভূমি যার উপর মানুষের দ্বন্দ্বমুখর জীবন-বিশ্বাস বাস্তবরূপ নিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কার্যকারণ সূত্রে সম্পর্কিত বহু ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে। Ford প্লটের একমাত্র শর্ত হিসাবে অনিবার্যতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, আকস্মিকতাকে নয়।

অনিবার্যতার ভিত্তিতে প্লট দুরকমের –

১। শিথিল গঠন বা Loose Plot এবং

২। দৃঢ়নিবদ্ধ গঠন বা Organic Plot।

1001ChristianClipart.com

Loose প্লট – এখানে কাহিনীর কার্যকারণ শৃঙ্খলা বা অনিবার্যতাকে পাওয়া যায় না। ফলে কাহিনী নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। Daniel Dafo-র 'রবিনসন ক্রুসো', Charls Dickens-এর 'অলিভার টুইস্ট', বাংলার লোককাহিনী 'বিশেডাকাত', 'লঘুডাকাত' এই plot-কে প্রাধান্য দেয়।

Organic Plot – এখানে কাহিনীর কার্যকারণ শৃঙ্খলা অনিবার্য এবং সুসামঞ্জস্য গতি ও পরিনতিতে চালিত হয়। কোনো কোনো সমালোচক Organic Plot-এর আলোচনায় Gothic শিল্পরীতির তুলনা করেছেন। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা', বিভূতিভূষনের 'আরন্যক' Gothic রীতির উদাহরন।

কাহিনীর ঐক্যের বিচারে প্লট তিনরকমের,

Simple Plot - এখানে একটিই কাহিনী থাকে, সহায়ক কাহিনীর দরকার হয় না। বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'।

Complex Plot - এখানে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী থাকে। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'।

Compound Plot - এখানে অনেকগুলি কাহিনীধারা তৈরী করে যা কোনো মানবিকবোধ বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'।

উপন্যাসের পদ্ধতির দিক থেকে প্লট দুরকমের —

Panoramic Plot – শিথিল, কেন্দ্রীয় সূত্রে বাঁধা থাকে না, বহু মানুষের ভিড় দেখা যায়। জীবনের বিচিত্র বাস্তবতা ও বিস্তৃত দৃশ্যাবলী দেখা যায়। 'আরণ্যক'।

Scenic Plot – যুক্তির শৃঙ্খলা, ঘটনার অনিবার্যতা, নাটকীয়তার উল্লেখ, বিস্তৃত বৈচিত্র্য নয়। বিশেষ প্রবণোতাকে আলোড়িত করে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'।

গঠনরূপের দিক থেকে প্লট তিনরকমের –

বৃত্তাকার _ কাহিনী আদি-মধ্য-অন্ত অন্বিত। স্থান-কাল-ঘটনার আনুষঙ্গিক্য অনিবার্য ও সুস্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছায়। 'কপালকুণ্ডলা'।

পন্থাকার _ শিথিল গঠন, বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরী। 'আরণ্যক'।

হর্ম্যাকার _ জীবনের বিরাট প্রেক্ষিতে তৈরী এক জটিল গঠন। মূল কাহিনীর সাথে নানা উপকাহিনী থাকে। কোথাও সুসংবদ্ধ, কোথাও শিথিল। 'রাজসিংহ'।

চরিত্র

প্লটের কাহিনী বিন্যাস আসলে চরিত্রের একটি CONTEXT বা প্রেক্ষিত যার ওপর ভিত্তি করে চরিত্র তার অন্তর ও বাইরের প্রতিকৃতিকে ফুটিয়ে তোলে।

উপন্যাসে বর্তমানে দুরকমভাবে চরিত্র-চিত্রণ করা হয় –

Dramatic Method বা Method of Sowing – এখানে লেখক নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে ঘটনার সংঘাত ও সংলাপের দ্বারা চরিত্রগুলিকে বিকশিত করেন। তাই এগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক বা Impersonal। শ্রীকান্ত, গোরা।

Method of Telling – এখানে লেখক সরাসরি অংশ নেন। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এরকম দেখা যায়। শচীশ, নীলু, বিলু।

চরিত্র প্রধানত দুভাগে বিভাজিত –

একমাত্রিক বা সমতল বা নির্বিশেষ (Type of Flat or Disc or Round Character) – এরা গোষ্ঠিগত মতাদর্শ বা জীবনের সাধারণ রূপ ফুটিয়ে তোলে। মুরারী শীল, শ্রীবিলাস।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বর্তুলাকার চরিত্র (Individual or Dynamic or Round Character) – প্রবৃত্তির সংঘাত, মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে এরা বিশেষ, জীবন্ত ও জটিল। শচীশ, গোরা।

উপন্যাসের ভাষাশৈলী

সাধারণত উপন্যাসের ভাষা
বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক

ধন্যবাদ